তারিখ ... 6 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাবিতে তাণ্ডব চালিয়ে হল দখল চেষ্টায় জড়িত ছাত্রলীগ

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ, দায়ী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ঘোষণা উপাচার্যের, প্রতিবেদন মানে না ছাত্রলীগ

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে হল দখলের চেষ্টা হয়েছিল বলে প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তারা সিট দখল, প্রাধ্যক্ষের কার্যালয় ভাঙচুর এবং সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় ১৬ জনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। তবে ছাত্রলীগ বলছে তারা হল প্রশাসনের তদন্ত মানেন না।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ মার্চ সোমবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ নির্মিত বিজয় একাত্তর হলে নিজেদের ইচ্ছামত ছাত্র তুলতে রাতভর তাণ্ডব চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তারা আবাসিক শিক্ষকদের ধাওয়া দেয়, প্রাধ্যক্ষের কার্যালয় ভাঙচুর ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক সাংবাদিককে মারধর করে।

ঘটনার পর হলের আবাসিক শিক্ষক মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খানকে প্রধান করে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত রবিবার উপাচার্যের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন- হলের আবাসিক শিক্ষক এবং ক্রিমিনোলজি বিভাগের প্রভাষক সৈয়দ মাহফুজুল হক মারজান ও জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের প্রভাষক প্রয়াস রায়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফকির রাসেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নয়ন হাওলাদারের নির্দেশে প্রাধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর করে ইসলামিক শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মোবাশ্বির হোসাইন খান ও দর্শন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মো. জর্জ। এছাড়া ভাঙচুরের ঘটনায় উসকানি দেওয়া ও তাদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগের রাইব আহমেদ রিজয়, ইসলামিক শিক্ষা বিভাগের মুহাম্মদ আবু ইউনুস, পালি ও বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের মো. আবু বকর সিদ্দিক, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রায়হান ইসলাম ইমন ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের কাজী তানভীর আহম্মেদ। এর মধ্যে কাজী তানভীরের বিরুদ্ধে আগেও হলে অস্থিরতা সৃষ্টি ও আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, সংবাদ সংস্থা ইউএনবি এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক এবং বিজয় একাত্তর হলের ছাত্র ইমরান হোসেনের ওপর হামলার ঘটনায় অংশ নেয় ৭ জন। তারা হলেন- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. শিপন মিয়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ভালনারেবিলিটি শিক্ষা ইনস্টিটিউটের দেওয়ান সাবাব, ইসলামিক শিক্ষা বিভাগের মো. মোশারফ হোসেন, উর্দু বিভাগের সাইদুর রহমান, দর্শন বিভাগের জিহাদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ইমরান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শামীম।

তদন্ত প্রতিবেদনে কমিটি চারটি সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। এতে উল্লেখ করা হয়, এক সপ্তাহ ধরে পরিকল্পনা ও দফায় দফায় বৈঠকের পর হল দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ছাত্রলীগ। পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ১৩ মার্চ রাতে হলের কক্ষ দখল, ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটানো হয়।

তদন্ত কমিটি হলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে যেসব ছাত্রের নাম প্রকাশিত হয়, তাদের বক্তব্য নিয়ে ও পরে তাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরো ছাত্রের বক্তব্য নিয়ে তদন্ত করে। কমিটি এ সময় ফকির রাসেল ও নয়ন হাওলাদারসহ ২২ জনের সাক্ষাৎকার নেয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসে, ওই রাতে আসন দখলের উদ্দেশে বিজয় একাত্তর হলে ২০-২৫ জনের একটি দল বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাদের লক্ষ্য ছিল হলটির কর্তৃত্ব নিয়ে হলের নিয়ন্ত্রণ করা। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও পূর্ণভাবে একাডেমিক কার্যক্রম চলতে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপ্রীতিকর পরিবেশ তৈরি করা।

হল প্রশাসনের তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগকে অবহিত করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগতির্থে
স্বাক্ষর